দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও 'নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক পরীক্ষা পদ্ধতি' চালু হোক

মাধ্যমিক পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে আমাদের দেশের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী উচ্চতর বিভাগে পাস করতে সক্ষম হয়েছে এটা সুখের কথা। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যারা এ পরীক্ষা পদ্ধতিতে পাস করেছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তাদের অবস্থা কি হবে? এ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমাদের ছেলে-মেয়েদের অনেকেরই নিজের ভাষায় দু'চারটি লাইন শুদ্ধ করে লেখার ক্ষমতা নেই। তারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কাছ থেকে সংগৃহীত প্রশ্নের উত্তর তৈরী করে পরীক্ষার হলে যায়। সেখানে যখন দেখা যায় তাদের তৈরীকৃত সেসব প্রশ্নের একটিও পরীক্ষায় আসেনি তখন তাদের মাথায় বাজ পড়ে। এটাই হচ্ছে তাদের পরীক্ষায় খারাপ ফল করার এবং পাসের হার কমার অন্যতম প্রধান কারণ। তাছাড়া, একটি কারণ হলো, আজকাল অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করে না এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও যথাযথ পাঠদান করা হয় না।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আমার আবেদন, মাধ্যমিক পরীক্ষার 'নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক পদ্ধতির' ন্যায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও অনুরূপ পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হোক যাতে পরীক্ষার্থীদের গ্রাণ্ড নম্বরের বিবেচনায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এই তিনটি গ্রেডের সাথে যে নতুন মাত্রা 'বি পা' যোগ করা হয়েছে তার অবসানঘটে।

কাজী মোঃ মাহবুবুল হক
রতনপুর
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।